

The Greatest Nation

ব্লগ পরিবেশিত, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)'র কিতাব

আল-ফাওইদ থেকে অনূদিত প্রবন্ধ

“মহিমান্বিত আল্লাহর সৌন্দর্য”

আল-জামিল

সবচেয়ে সুন্দর

সবচেয়ে মূল্যবান জ্ঞান হল মহিমান্বিত আল্লাহ'র সৌন্দর্য জানার মাধ্যমে আল্লাহকে জানা। আর এ জ্ঞান তো তাঁর সৃষ্টির সত্যিকারের ধার্মিক সৃষ্টিকেই দেওয়া হয়, যখন কিনা অন্যান্য সৃষ্টিগুলো তাঁর কোন একটি গুণের মাধ্যমে তাঁকে জানতে পারে। যারা তাঁকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানে, তারা তো তাঁর পরিপূর্ণতা, তাঁর গৌরব আর তাঁর সৌন্দর্য জানার মাধ্যমেই তাঁকে জানতে পারে।

তাঁর গুণে গুণান্বিত আর কিছুই নেই। আমরা যদি সকল সৃষ্টিকেই সুন্দর হিসেবে ধরে নেই আর মনে করি যে সবচেয়ে সেরা সুন্দর সৃষ্টিকে আমরা জানি, এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সৌন্দর্যকে মহিমান্বিত আল্লাহ'র সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করি, তবে তো ব্যাপারটি সূর্যের আলোর সাথে বাতির আলোর তুলনা করার মতো হবে।

নিশ্চয়ই তিনি যদি তাঁর চেহারা থেকে পর্দা উঠিয়ে দেন, তবে তাঁর চেহারার জ্যোতি তাঁর সৃষ্টিকে গ্রাস করে ফেলবে। এই পার্থিব জীবন আর পরকালের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানগুলোতে থাকা সৌন্দর্য তো তাঁর সৃষ্টির প্রভাব থেকেই আসে; তাহলে চিন্তা করে দেখুন, এ সৃষ্টিগুলোর স্রষ্টার সৌন্দর্য কেমন হতে পারে ?

তাঁরই তো রয়েছে সকল গৌরব, ক্ষমতা, দানশীলতা, বদান্যতা, জ্ঞান ও অনুগ্রহ। তাঁর চেহারার জ্যোতিতে সকল অন্ধকার হয়ে যায় অদৃশ্য, যেমনটি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাইফে দুয়া করার সময় বলেছিলেন – “আপনার চেহারার জ্যোতির মাধ্যমে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা অন্ধকারকে আলোকিত করে দেয় এবং যার উপর দুনিয়া ও আখিরাতের উপযুক্ততা নির্ভরশীল।”

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, “আল্লাহ'র কাছে দিন বা রাত নেই, (বরং) আসমান ও জমিনের আলো তো তাঁর চেহারার জ্যোতি থেকেই আসে।”

মহিমান্বিত আল্লাহ আসমান ও জমিনের জ্যোতি, আর পুনরুত্থান দিবসে মানবজাতির বিচার করার সময় দুনিয়া তো তাঁর জ্যোতি থেকেই ঔজ্জ্বল্য লাভ করবে।

আল্লাহ নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হল “আল-জামিল” (সবচেয়ে সুন্দর); রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর (জামিল) আর তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।” (মুসলিম – কিতাবুল ঈমান)

আল্লাহ'র সৌন্দর্যের চারটি উচ্চতা রয়েছে – তাঁর নিজের সৌন্দর্য, তাঁর গুণাবলীর সৌন্দর্য, তাঁর কাজের সৌন্দর্য আর তাঁর নামগুলোর সৌন্দর্য। তাঁর সব নামই সুন্দর, তাঁর সব গুণই উৎকৃষ্ট গুণ, তাঁর সব কাজই প্রজ্ঞাপূর্ণ, ন্যায্য ও দয়াপূর্ণ, এবং তিনি তো মানুষের কল্যাণই বিবেচনা করেন।

কেবল আল্লাহই তাঁর নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানেন, আর জানেন তাঁর সে সৌন্দর্য কিসের মতো; তাঁর সৃষ্টির কাছে তো কেবলই কিছু সংজ্ঞা আছে যা কিনা তিনি তাঁর সম্মানিত কিছু গোলামদের প্রদান করেছেন। সে সৌন্দর্য অন্যান্যদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তা পর্দা ও পোশাক দিয়ে আবৃত করা হয়েছে; যেমনটি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে আল্লাহ বলেছেন, “অহংকার আমার চাদর আর শ্রেষ্ঠত্ব আমার পোশাক।” আল্লাহ তো মহান, আর তাঁর অবস্থান সবচেয়ে উপরে, তাই তাঁর অহংকারও মহান ও ব্যাপক হওয়ার কারণে চাদরই হল প্রাপ্য (যা তাঁর অহংকার ঢেকে রাখার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন)।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, “আল্লাহ নিজেকে আবৃত করেছেন তাঁর গুণাবলী দিয়ে আর তাঁর গুণাবলীকে আবৃত করেছেন তাঁর কাজ দিয়ে। সে সৌন্দর্য সম্পর্কে তুমি কি মনে করো, যা কিনা উৎকৃষ্ট গুণাবলী, গৌরব আর মহিমা দিয়ে আবৃত?”

এটা থেকে সৌন্দর্যের অন্যান্য অর্থগুলো অনুধাবন করা যায়। গোলাম প্রথমে আল্লাহ’র কাজ, এরপর তাঁর গুণাবলী এবং এরপরে স্বয়ং আল্লাহকে জানার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে। যদি সে কাজগুলোর সৌন্দর্যের মধ্যে কিছু দেখতে পায়, তবে সে গুণাবলীর সৌন্দর্যে পৌঁছে যাবে, এরপর সে পৌঁছে যাবে আল্লাহ’র সৌন্দর্য জানার পর্যায়ে।

সুতরাং সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া তো মহিমাম্বিত আল্লাহ’র জন্যই, তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর প্রাপ্য অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা করতে সক্ষম নয়, একমাত্র তিনিই তাঁর পরিপূর্ণ প্রশংসা করতে পারেন, আর তিনিই তো একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য, ভালোবাসা ও প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য। তিনি তাঁর গুণাবলী ও কাজকে ভালোবাসেন যেমনটা ভালোবাসেন নিজেকে। তাঁর সকল কাজই তো সুন্দর ও মূল্যবান এবং তাঁর কাজে এমন কিছুই নেই যেটার প্রতি ঘৃণা আসে।

মহিমাম্বিত আল্লাহ ছাড়া মহাবিশ্বে আর কিছুই নেই যাকে ভালোবাসা হয় আর যার প্রশংসা করা হয়। যদি তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুকে তাঁর জন্যই ভালোবাসা হয়, তবে সে ভালোবাসা বৈধ, নতুবা তা অবৈধ; আর এটিই হল রবুবিয়াতের বাস্তবতা। সত্যিকারের রব তো তিনিই- যাকে ভালোবাসা হয় আর যার প্রশংসা করা হয়। আর এতে যদি আমরা তার দানশীলতা, অনুগ্রহ, দয়াশীলতা, ক্ষমাশীলতা আর গভীর শ্রদ্ধা যোগ করি, তবে কেমন হবে ব্যাপারটি ?

গোলামের তো জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তার উচিত আল্লাহ’র সত্তা ও তার পরিপূর্ণতার জন্য আল্লাহকে ভালোবাসা ও তাঁর প্রশংসা করা। তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই যে কিনা গোপনে ও প্রকাশ্যে দয়া-অনুগ্রহ প্রদান করে, তাই গোলামের উচিত তাঁর দয়ার কারণে তাঁকে ভালোবাসা।



যেহেতু আল্লাহর মতো আর কিছুই নেই, তাই আল্লাহকে ভালোবাসাটাও অন্য কিছুকে ভালোবাসার মতো নয়। আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ভালোবাসা হল এমনই এক ইবাদাত, যেটার জন্য আল্লাহ সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। এটিই হল চূড়ান্ত নম্রতার সাথে চূড়ান্ত ভালোবাসা, আর এ ভালোবাসা আল্লাহ ছাড়া কারো প্রতিই দেখানো যাবে না। আল্লাহ ছাড়া এ ভালোবাসা অন্য কারো কাছে দেখানো হল শিরক, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না যদি সে শিরককারী ব্যক্তি শিরক থাকা অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করে।

আল্লাহ'র প্রশংসা করা দুটো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে – তাঁর প্রশংসনীয় কাজের ব্যাপারে জানা আর তাঁর উৎকৃষ্ট গুণাবলীর ব্যাপারে জানা, আর এগুলোর কারণে তাঁকে ভালোবাসা। কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা না রেখেই তার প্রশংসনীয় কাজের কথা বলে, তবে সে তার প্রশংসা করছে না। আর যদি সে তার প্রশংসনীয় কাজগুলোর ব্যাপারে কাউকে না জানিয়ে তাকে ভালোবাসে, তবে সেও তার প্রশংসা করছে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে দুটো বিষয় একত্রিত করছে।

আল্লাহ তো নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন, আর তার ফেরেশতা, নবী রসূলগণ ও ইমানদারদের মধ্যে যারা তাঁর প্রশংসা করেছেন, তিনি তাদের জবান দিয়ে তাঁর প্রশংসা করিয়েছেন। তারা তো তাদের রবের ইচ্ছা ও অনুমতি অনুসারেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনিই তো সে মহান সত্তা, যিনি তাদেরকে তাঁর প্রশংসার ক্ষমতা দিয়েছেন, আর সব কিছুই তো তাঁর অনুমতির কারণে ঘটে।

সব কল্যাণই তাঁকে দিয়ে শুরু হয় আর শেষ হয় তাঁকে দিয়ে, সেগুলো শুরু হয় তাঁর প্রশংসা করার মাধ্যমে আর শেষ হয় তাঁর প্রশংসার মধ্য দিয়ে।

তিনি তাঁর গোলামদের অনুপ্রাণিত করেন তাওবা করার জন্য, আর সে তাওবার ফলে তিনি খুশী হন; এটি তো তাঁর অনুগ্রহ ও মহত্ত্ব।

তিনি তাঁর গোলামদের অনুপ্রাণিত করেন তাঁর আনুগত্য করার জন্য, তাদের সাহায্য করেন আনুগত্য করার জন্য, আর সেটার জন্য তিনি পুরস্কৃতও করেন !

তাঁর তো কোন কিছুই প্রয়োজন নেই, কিন্তু সব কিছুই সব সময়ই তাঁর জন্য গভীর প্রয়োজন রয়েছে। গোলামের তো প্রয়োজন তার রবকে, যেন তিনি তাকে তার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করেন।

তিনি যেটার অনুমতি দেন নি তা তো কখনোই হওয়ার নয়, আর তাঁর জন্য যা করা হয় না সেটার কোন মূল্যই নেই।